ছাগল-ভেড়াকে নিয়মিত পিপিআর টিকা দিন এবং দেশকে পিপিআর মুক্ত রাখুন!

পিপিআর ছাগলের একটি ভাইরাসজনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুহার শতকরা ৫০-৮০ ভাগ। কিন্তু নিয়মিত ও সঠিক পদ্ধতিতে টিকা প্রদানে এ রোগ থেকে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মুক্ত থাকা যায়। প্রাণি স্বাস্থ্যের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (OIE) ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশকে পিপিআর মুক্তকরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

পিপিআর রোগের লক্ষণ ঃ

১. আক্রান্ত ছাগলের অরুচি ও জ্বর থাকে যা ১০৭-১০৮ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
২. ছাগল ঝিম ধরে পিট বাঁকা ও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।
৩. নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হয়।
৪. মুখের ভিতর মাড়ী ও জিহ্বায় ঘা হয় এবং জিহ্বার গোড়া ফুলে যায়।
৫. রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা পায়খানা হয় যা শরীর ও লেজে লেগে থাকে।
৬. উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ৭-১০ দিনের মধ্যে ছাগলের মৃত্যু ঘটে।

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলের মুখে ঘা

পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগল

চিকিৎসা ঃ

যেহেতু এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ এ রোগের তেমন কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করালে আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১) ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক যেমন-অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লক্সিন ইত্যাদি। (২) পাতলা পায়খানার জন্য সালফোনামাইড বোলাস এবং স্যালাইন দিতে হবে। (৩) এন্টিহিস্টামিনিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

পিপিআর রোগনির্মূল ও প্রতিরোধে করণীয় ঃ

- নিয়মিত পিপিআর রোগের টিকা প্রদানই পিপিআর রোগ থেকে মুক্ত থাকা ও রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।
- ছাগলের বাচ্চার বয়স ৪ মাস হলেই প্রথম পিপিআর টিকা দেওয়া আবশ্যক।
- একবার টিকা প্রদান করলে ৩/৪ বছর পর্যন্ত ছাগল ভেড়াতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়।
- প্রথমবার টিকা প্রদানের এক বছর পর বুষ্টার টিকা (২য় বার) প্রদান করলে ছাগল ভেড়াতে সারা জীবনের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে।
- যেহেতু এ রোগের কোন ভাল চিকিৎসা নেই সেহেতু ছাগল ভেড়া পালনকারীকে তার ছাগল ভেড়াকে অবশ্যই জীবনে দুইবার এই টিকা প্রদান করতে হবে।

প্রচারে ঃ পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ।